আজকের কাগজ

তারিখ 05 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চাকসু প্রতিনিধিদের সঙ্গে আজ কর্তৃপক্ষের বৈঠক

❑ চাকসু থেকে ছাত্রলীগের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

চট্টগ্রাম থেকে ইয়াসিন হীরা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করার লক্ষ্যে আজ (রোববার) ২য় দফা বৈঠক ভিসি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে রাজনীতি চালু করার ব্যাপারে সকল ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একটি সর্বদলীয় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে চাকসু থেকে ছাত্রলীগ পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে তারা পদত্যাগ করবে বলে জানা গেছে। চাকসু থেকে ছাত্রলীগ পদত্যাগ করলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি নাটকীয় মোড় নেবে। উল্লেখ্য, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য (ছাত্রদলসহ) ১৯৮৯ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি ইসলামী ছাত্র শিবিরকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে একক প্যানেলে জয়লাভ করে। সবক'টি হল ছাত্র সংসদেও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য জয়লাভ করে। একমাত্র এফ আর হলে ছাত্র শিবির জয়লাভ করে।

১৯৯০ সালে ২২ ডিসেম্বর ছাত্র শিবিরের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয় ছাত্রমৈত্রী নেতা ফারুকুজ্জামান। ১৯৯১ সালের পর চাকসু কর্মকাণ্ডের মধ্যে স্থবিরতা চলে আসে। গত বছর ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত ভিপি নাজিমউদ্দিন আলম আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দিলে চাকসু অকার্যকর হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে সকল ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলেও একটি সংগঠন অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে নির্বাচন দাবি করছে না।

আজকের এ বৈঠকে ছাত্রঐক্য থেকে ৪ জন, ছাত্রদল থেকে ৪ জন, ছাত্রশিবির থেকে ৪ জন প্রতিনিধি এবং ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টর ও সকল হল প্রভোস্টরা উপস্থিত থাকবেন। একটি সূত্র জানায়, ২২তম ব্যাচের সমাপনী উৎসবের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ ইত্যাদি শুরু হবে। আগামী শীত মৌসুমের যে কোনো সময় চাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হতে পারে।

একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, যেসব নীতিমালার ভিত্তিতে রাজনীতি চালু করার ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনসমূহ থেকে প্রস্তাব এসেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- একই দিন একই সময়ে একই স্থানে একাধিক সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন না করা, করিডোরে মিছিল না করা, মাইক ব্যবহার না করা (বিশেষ প্রয়োজনে প্রক্টরের অনুমতি নিতে হবে)। এসব কিছু নির্ভর করছে ছাত্র সংগঠনসমূহের মতামতের উপর। অপর একটি সূত্র জানায়, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য হলসমূহ বহিরাগত দখল মুক্ত, মেধার ভিত্তিতে সিট বন্টন, সকল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মিদের নিরাপত্তা, খবরদারিমূলক আচরণকারীদের হল ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কারের দাবি কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হবে।